বিজয়া সম্মেলনে উন্নয়নের একগুচ্ছ প্রতিশ্রুতি শমীকের



নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: পুরুলিয়া ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে আয়োজিত বিজেপির বিজয়া সম্মেলনে যোগ দিয়ে দীর্ঘ বক্তব্য রাখলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। তাঁর বক্তব্যে উঠে এল রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতি, ধর্মান্তকরণ, শিল্পায়ন, কর্মসংস্থান এবং পুরুলিয়ার উন্নয়নের একাধিক প্রসঙ্গ। একই সঙ্গে আগামী দিনে পুরুলিয়াকে শিল্প ও শিক্ষার ক্ষেত্রে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতিও দেন তিনি।

বক্তব্য রাখতে গিয়ে শমীক ভট্টাচার্য দাবি করেন, রাজ্যে ১৫ হাজার দুর্গাপুজো বেড়েছে এবং মানুষের মধ্যে আর আগের মতো ভয় নেই। তিনি বলেন, বিজেপির লড়াই মুসলমান বা খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে নয়। তবে তাঁর অভিযোগ, পুরুলিয়া ও বাঁকুড়া এলাকায় ব্যাপকভাবে ধর্মান্তকরণ চলছে। কোনওভাবেই এই ধরনের কার্যকলাপ চলতে দেওয়া হবে না বলেও মন্তব্য করেন তিনি। শিল্পী ভাতার নামে টাকা তোলার অভিযোগ নিয়েও সরব হন বিজেপির রাজ্য সভাপতি।

রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসকে আক্রমণ করে তিনি বলেন, তৃণমূল এখন যাত্রাপালায় পরিণত হয়েছে। সিপিএমের রাজনৈতিক অবস্থান নিয়েও কটাক্ষ করেন তিনি। তাঁর দাবি, আগামী ২৫ বছর বিজেপিকে সরানো যাবে না। দলীয় কর্মীদের উদ্দেশে তাঁর বার্তা, কোথাও কোনও কর্মীর বিচ্যুতি চোখে পড়লে সঙ্গে সঙ্গে নেতৃত্বকে জানাতে হবে। অন্যদিকে, সম্প্রতি বিজেপিতে যোগ দেওয়া ব্যক্তিদের প্রসঙ্গে তিনি বলেন, রাতারাতি রাজনৈতিক অবস্থান বদলালেই সবকিছু বদলে যায় না।

পুরুলিয়ার উন্নয়ন প্রসঙ্গে শমীক ভট্টাচার্য বলেন, বিজেপিকে এক বছর সময় দেওয়া হোক। এই সময়ের মধ্যে এলাকার পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটানোর উদ্যোগ নেওয়া হবে। লোধা ও শবর সম্প্রদায়ের শিশুদের জন্য স্কুল নির্মাণ, আদিবাসী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন এবং আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলার চেষ্টা চলছে। আগামী তিন বছরের মধ্যে নতুন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগের কথাও জানান তিনি।

শিল্পায়ন প্রসঙ্গে তাঁর দাবি, পুরুলিয়ায় জমির অভাব নেই। এই জেলায় শিল্প গড়ে তোলা হবে। পুরুলিয়ায় বিমান নামানোর পাশাপাশি আধুনিক পরিকাঠামো তৈরির পরিকল্পনার কথাও তুলে ধরেন তিনি। তাঁর বক্তব্যে উঠে আসে বিরল খনিজ বা রেয়ার আর্থ মিনারেলের সম্ভাবনার প্রসঙ্গ। এ বিষয়ে অস্ট্রেলিয়ার হাইকমিশনার সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন বলেও দাবি করেন তিনি। যুবক-যুবতীরা যাতে সরাসরি বিদেশি সংস্থায় কাজের সুযোগ পান, সেই উদ্যোগ নেওয়ার কথাও জানান।

কৃষি ও পানীয় জল নিয়েও একাধিক প্রতিশ্রুতি দেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি। আগামী পাঁচ বছরে ৬০ শতাংশ জমিতে সেচের ব্যবস্থা করার লক্ষ্যমাত্রার কথা বলেন তিনি। পাশাপাশি প্রতিটি বাড়িতে পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যের কথা তুলে ধরেন। যাঁরা এখনও অন্নপূর্ণা প্রকল্পের সুবিধা পাননি, তাঁদের সঙ্গে কথা বলে সমস্যার বিষয়টি জানার জন্য দলীয় কর্মীদের নির্দেশ দেন। প্রধানমন্ত্রী সূর্যঘর যোজনার সুবিধা মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ওপরেও জোর দেন তিনি।

ব্যবসায়ী মহলের উদ্দেশে বার্তা দিয়ে শমীক ভট্টাচার্য বলেন, পুরুলিয়ার উন্নয়নে ব্যবসায়ীদেরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। মানুষের ছোট ছোট চাহিদা পূরণ করাই তাঁদের লক্ষ্য হওয়া উচিত। তিনি এই জয়কে মানুষের জয় বলে উল্লেখ করে সাধারণ মানুষের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখার আহ্বান জানান।

রাজ্যের ঋণের বোঝা কমানো, রাজনৈতিক হিংসা এবং সাম্প্রতিক নির্বাচন-পরবর্তী পরিস্থিতি নিয়েও বক্তব্য রাখেন তিনি। ডিম ও পাথর ছোড়ার ঘটনায় বিজেপির ভূমিকা নেই বলে দাবি করে তৃণমূলকে কটাক্ষ করেন। বইয়ের স্টল ভাঙচুরের প্রসঙ্গ তুলে অভিযুক্তদের বিচ্ছিন্ন করার আহ্বান জানান। নির্বাচন পিছিয়ে দেওয়ার চেষ্টা এবং ভোটার তালিকা সংক্রান্ত বিতর্ক নিয়েও তৃণমূল ও কংগ্রেসকে আক্রমণ করেন তিনি। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বাঙালির সঙ্গে প্রতারণার অভিযোগ তুলে প্রয়াত প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়ের প্রসঙ্গও টানেন।

সাবওয়ের দাবিতে উদাসীন রেল, ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু মা-মেয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: উত্তরপাড়া স্টেশন চত্বরে রেললাইন পার হতে গিয়ে দ্রুতগামী ট্রেনের ধাক্কায় মর্মান্তিক মৃত্যু হল মুম্বইয়ের এক বধূ ও তাঁর তরুণী কন্যার। মৃতদের নাম আভা ঝা (৪৮) এবং প্রগতি ঝা (১৯)। বুধবার রাত ১১টা নাগাদ রক্সৌল এক্সপ্রেসের ধাক্কায় এই দুর্ঘটনা ঘটে। এই ঘটনার পরই যাত্রী নিরাপত্তা ও স্টেশনে সাবওয়ে নির্মাণের দীর্ঘদিনের দাবি নিয়ে নতুন করে ক্ষোভ ছড়িয়েছে এলাকায়।

এই জোড়া মৃত্যুর পর রেল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন উত্তরপাড়ার বাসিন্দারা। স্থানীয়দের অভিযোগ, যাত্রীদের নিরাপদ পারাপারের জন্য উত্তরপাড়া স্টেশনে একটি সাবওয়ে তৈরির দাবি বহুদিনের। কিন্তু রেল দপ্তর সেই দাবিকে বিন্দুমাত্র গুরুত্ব দিচ্ছে না।

পরিত্যক্ত কারখানায় বেআইনি কয়লার বিপুল ভাণ্ডারের খোঁজ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বাঁকুড়ার বড়জোড়া শিল্পাঞ্চলের হাট-আশুড়িয়া এলাকার একটি স্পঞ্জ আয়রন কারখানার ২০১৫ সাল থেকে বন্ধ হয়ে পড়ে রয়েছে। ২০১৫ থেকে ২০২১ পর্যন্ত উঁচু পাঁচিল ঘেরা বন্ধ কারখানাটিতে বেআইনি কয়লা মজুত করার ইয়ার্ড হিসাবে ব্যবহার করার সুবর্ণ সুযোগ পেয়ে যায় কয়লা মাফিয়ারা! সেই বেআইনি কয়লা কারবারের বড় স্টক পয়েন্টের খোঁজ মিলল। তদন্তে নেমে তদন্তকারীরা জানতে পেরেছে ২০১৫ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত গোপনে বড়জোড়ার বাসুদেবপুর এলাকায় থাকা ওই পরিত্যক্ত কারখানায় মজুত করা হয়েছিল হাজার হাজার টন অবৈধ কয়লা।

সম্প্রতি এই মজুত কয়লাপাচার করতে গিয়ে জিএসটির হাতে ধরা পড়ে একাধিক কয়লা বোঝাই লরি। সেই সূত্রেই বাঁকুড়ার বড়জোড়ায় ওই পরিত্যক্ত কারখানায় বেআইনি কয়লার এই বিপুল ভান্ডারের খোঁজ মেলে। বিজেপি ও তৃণমূল দাবি করেছে ওই কয়লা ভান্ডারের সঙ্গে তৃণমূলের নেতারা জড়িত। তৃণমূলের প্রাক্তন বিধায়ক অলক মুখার্জির দাবি ওই সময় বড়জোড়ায় তৃণমূলের বিধায়ক ছিল না। ওই সময় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল সরকার ক্ষমতায় থাকলেও ২০১৬ থেকে ২০২১ পর্যন্ত বিধায়ক ছিলেন সিপিএম দলের সুজিত চক্রবর্তী। তিনি বলেন, 'বড়জোড়ায় ২টি খোলামুখ কয়লাখনি রয়েছে। আমি যখন বিধায়ক ছিলাম তখন সন্ধ্যার পর কোলিয়ারি ২টি থেকে ডাম্পারে করে কয়লা চলে যেত চোরাই পথে মাফিয়াদের কাছে।' সিপিএম প্রাক্তন বিধায়ক সুজিত চক্রবর্তী বলেন, ওই ৫ বছরে যতগুলি বিধানসভা অধিবেশন হয়েছে তার প্রত্যেকটিতে তিনি বড়জোড়ার কয়লা অবৈধপথে লুঠ হচ্ছে বলে সোচ্চার হয়েছেন। কিন্তু বিরোধী দলের বিধায়ক বলে তার অভিযোগ পাত্তা দেয়নি মমতার সরকার। বিধানসভার রেকর্ড বুক খুললেই বোঝা যাবে বলে দাবি করেন সুজিত চক্রবর্তী।

তৃণমূলের বড়জোড়া শিল্পাঞ্চলের নেতা তথা প্রাক্তন বিধায়ক অলক মুখার্জি বলেন, তৃণমূলের জমানায় অবৈধ কয়লা মজুত হয়েছে বলে দাবি করা হচ্ছে। কিন্তু সেই সময় তিনি বা তাঁর দলের



কেউ বিধায়ক ছিলেন না। তা হলে কে বা কারা এই কয়লা মজুত করল তার সঠিক তদন্ত দাবি করে অলক মুখার্জি বলেন, ইডি, সিবিআই হস্তক্ষেপ করুক। তা হলেই বোঝা যাবে তৃণমূলের ১৫ বছরের কারবার নাকি ৬ মাসের ডবল ইঞ্জিন সরকারের কারবার।

সিপিএম এরিয়া কমিটি সম্পাদক সুজয় চৌধুরীর দাবি, তৃণমূল নেতারা কয়লা মজুতের সঙ্গে জড়িত। আর যে কারখানায় মজুত করা হয়েছে সেই কারখানা কর্তৃপক্ষও জড়িত। কারখানা বন্ধ রেখেও পুলিশের সহযোগিতায় তৃণমূলের নেতারা এই অবৈধ কয়লা মজুত করেছে। কিন্তু এখন কার মদতে স্টক পয়েন্ট থেকে কয়লা বের হচ্ছিল সেটাও তো তদন্ত করে কালপিট ধরতে হবে। এর সঙ্গে জড়িত সকলের কঠোর শাস্তি দাবি করেছেন সিপিএম)নেতা সুজয় চৌধুরী। অন্যদিকে বিজেপি নেতা গোবিন্দ ঘোষ বলেন, এই কয়লা কারবারে জড়িত রয়েছেন ভাইপো। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিকে আঙুল তুলে গোবিন্দ ঘোষ বলেন, তদন্ত করে অবৈধ কারবারিদের শাস্তি দেওয়া হোক। সাংবাদিকরা তাকে প্রশ্ন করেন, শোনা যাচ্ছে কয়লা পাচারের সঙ্গে তাদের বিধায়ক অনুগামী কেউ জড়িত? জবাবে গোবিন্দ ঘোষ বলেন, তাদের এমএলএ, এমপি কেউ এর সঙ্গে জড়িত নয়। তাই সঠিক তদন্ত করে দোষীদের খুঁজে বের করে শাস্তি দেওয়া হোক।

মাননীয় ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল, মুম্বই
বেঞ্চ, কোর্ট-IV-এর সমক্ষে
বিষয়ে C.P. (IB)/769(MB)2025, IA(I.B.C)/4211(MB)2026
জীবন জ্যোতি বাণিজ্য লিমিটেড বনাম সানস্টার রিয়েলটি ডেভেলপমেন্ট লিমিটেড

প্রতি
শ্রী জয় জগদীশকুমার শাহ, ডিআইএন : ০৮০৩৩২৬৭ (প্রতিবাদী নং ১)
শ্রী ভবেশ কুমারদেব খত্রী, ডিআইএন : ১১২০২৯৬৭ (প্রতিবাদী নং ২)
শ্রীমতী পূজাবেন নবীনভাই ধামেলিয়া, ডিআইএন : ১১২০২৯৭০ (প্রতিবাদী নং ৩)
শ্রী সুনীল ভাভারী, ডিআইএন : ০৩১২০৫৪৫ (প্রতিবাদী নং ৪)
প্রতিবাদী নং ১ থেকে ৩ হলেন সানস্টার রিয়েলটি ডেভেলপমেন্ট লিমিটেড (''কর্পোরেট দেনাদার'')-এর বরখাস্তকৃত পরিচালনা পর্ষদের সদস্য। প্রতিবাদী নং ৪ এর প্রাক্তন ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

উপস্থিতির জন্য নোটিশ

এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে কর্পোরেট দেনাদারের রেজোলিউশন প্রফেশনাল দ্বারা উপরিউক্ত বিষয়ে ইনসোলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোড, ২০১৬-এর ধারা ১৯(২)-এর অধীনে আপনার বিরুদ্ধে IA(I.B.C)/4211 (MB)2026 দায়ের করা হয়েছে। আপনাকে আগামী ২৭.১১.২০২৬ তারিখে ব্যক্তিগতভাবে অথবা আপনার অনুমোদিত প্রতিনিধির মাধ্যমে মাননীয় ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল, মুম্বই বেঞ্চ, কোর্ট-IV-এর সমক্ষে উপস্থিত হওয়ার এবং আপনার জবাব দাখিল করার জন্য আহ্বান জানানো হচ্ছে। আপনি উপস্থিত হতে ব্যর্থ হলে, আপনার অনুপস্থিতিতেই আবেদনটির শুনানি ও নিষ্পত্তি করা হতে পারে।

মাননীয় ট্রাইব্যুনালের ২৩.১০.২০২৬ তারিখের আদেশ দ্বারা অনুমোদিত বিকল্প পরিষেবার মাধ্যমে এই নোটিশটি প্রকাশ করা হচ্ছে। আবেদনটির একটি অনুলিপি cirpofsunstar@gmail.com-এ নিম্নস্বাক্ষরকারীর কাছ থেকে সংগ্রহ করা যেতে পারে।

স্বা/-
বিনোদ কুমার চৌরাসিয়া, প্রস্তাব পেশাদার
সানস্টার রিয়েলটি ডেভেলপমেন্ট লিমিটেড (সিআইআরপি-র অধীনে)
আইবিবিআই নিবন্ধন নং : IBBI/IPA-001/IP-P00100/2017-18/10200

তারিখ : ১৮-১১-২০২৬
স্থান : নতুন দিল্লি

AXIS BANK

অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.
১ শেক্সপিয়র সরণী, এসি মার্কেট বিল্ডিং, ৩য় ফ্লোর, কলকাতা - ৭০০০৭১

দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
(সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলস, ২০০২-এর রুল ৮(১)-এর সাথে পঠিত পরিশিষ্ট IV অনুযায়ী)

যেহেতু, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিমিটেড-এর অনুমোদিত অফিসার হিসাবে নিম্নস্বাক্ষরকারী, সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩-এর সাথে পঠিত ধারা ১৩(১২)-এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতার প্রয়োগে একটি ডিমান্ড নোটিশ জারি করে ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টার(দের) উক্ত নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে নোটিশে উল্লিখিত অর্থ চুক্তিভিত্তিক সুদের হার এবং দণ্ডসুদ, চার্জ, খরচ ইত্যাদি সহ পরিশোধ করার আহ্বান জানিয়েছেন।

ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টার(গণ) উক্ত অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টার(দের) এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত রুলস-এর রুল ৮-এর সাথে পঠিত উক্ত আইনের ধারা ১৩(৪)-এর অধীনে তাঁর উপর প্রদত্ত ক্ষমতার প্রয়োগে এর পরে উল্লিখিত তারিখে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।

বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টার(দের) এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা সম্পত্তির সাথে কোনো লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং সম্পত্তির সাথে যেকোনো লেনদেন নিম্নে উল্লিখিত পরিমাণ এবং তার উপর সুদ ও দণ্ডসুদ, চার্জ, খরচ ইত্যাদির জন্য অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিমিটেড-এর চার্জের সাপেক্ষে হবে।

সিকিউরড সম্পদগুলি পুনরুদ্ধার করার জন্য উপলব্ধ সময়ের বিষয়ে সরফায়সি অ্যাক্ট, ২০০২-এর ধারা ১৩-এর উপ-ধারা (৮)-এর বিধানগুলির প্রতি ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

ঋণগ্রহীতা / জামিনদাতার নাম ও ঠিকানা	ক) তারিখ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ খ) দাবি নোটিশের তারিখ গ) দখলের তারিখ
১. মেসার্স শাইবা মিনারেলস প্রাইভেট লিমিটেড ভিরিঙ্গি জিটি রোড, পূর্ব, দুর্গাপুর, বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, দুর্গাপুর, পিন ৭১৩২১৩ ২. শ্রী কপিলেশ্বর মুখার্জি (ডিরেক্টর/জামিনদাতা) পিতা মোহিতলাল মুখার্জি ৩. শ্রী মোহিতলাল মুখার্জি (জামিনদাতা) পিতা বঙ্কিম চন্দ্র মুখার্জি ৪. শ্রীমতী শ্রীজাতা মুখার্জি (জামিনদাতা) স্বামী মোহিত লাল মুখার্জি ২, ৩, ৪ নং সকলের ঠিকানা প্রেমিসেস নং এ/৪০৫/৩/৯০ আনন্দপুর, ইসিটিপি, ফেজ-IV, ফ্ল্যাট নং সি-২/৯, ২য় ফ্লোর, কলকাতা ৭০০১০৭। এছাড়াও ঠিকানা সিএইচ/১, ২৭ আমবাগান রোড, বেনাচিতি, দুর্গাপুর, বর্ধমান, পিন ৭১৩২১৩	ক) ২৩.০৭.২০২৫ তারিখ অনুযায়ী লোন অ্যাকাউন্ট নং **********৫৩৭১-এর অধীনে বকেয়া ১৯৯৯৯৪৫.১৭ টাকা (এই পরিমাণের মধ্যে ০৫.০৭.২০২৫ পর্যন্ত আরোপিত সুদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে) এবং ৩০.১১.২০২৫ তারিখ অনুযায়ী লোন অ্যাকাউন্ট নং **********৫৩৮৮-এর অধীনে বকেয়া ৭০৭৩৪৬.৮২ টাকা (এই পরিমাণের মধ্যে ০৫.০৭.২০২৫ পর্যন্ত আরোপিত সুদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে) খ) ২১.০৮.২০২৬ গ) ১৮.১১.২০২৬

সিকিউরড সম্পদের বিবরণ

ই.কে.টি.পি. ফেজ IV, টাইপ এইচআইজি-সি, কলকাতা ৭০০০৭৮ বর্তমানে ৭০০১০৭-এ ব্লক নম্বর ২-এর ২য় ফ্লোরে অবস্থিত অ্যাপার্টমেন্ট নম্বর ৯ নাম্বক সেই সমস্ত স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক অ্যাপার্টমেন্ট, যার প্রিন্ট এরিয়া সিঁড়ির আনুপাতিক সাধারণ এলাকা সহ কমবেশি ৬৫.৪০ বর্গমিটার (৭০৪ বর্গফুট আনুমানিক) এবং ল্যান্ডিং ও সিঁড়ি বাদ দিয়ে ৬২.২৬ বর্গমিটার (আনুমানিক), যা দুটি শোবার ঘর, একটি রান্নাঘর, একটি বারান্দা, একটি লিভিং-কাম-ডাইনিং এবং দুটি টয়লেট নিয়ে গঠিত, যা বর্তমানে মঞ্জুলিকা-এ কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি লিমিটেড-এর সদস্যপদ এলাকার মধ্যে অবস্থিত, যা কেএমসি-র অধীনে ওয়ার্ড নং ১০৮, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, মৌজা - মাদুরদহ ও কসবা, জেএল নং ১২ এবং ১৩, থানা কসবা, বর্তমানে তিলজলা-র অধীনে প্রেমিসেস নং এ/৪০৫/৩/৯০ আনন্দপুরে অবস্থিত। সম্পত্তিটি কপিলেশ্বর মুখার্জির নামে রয়েছে।

ঋণগ্রহীতা / জামিনদাতার নাম ও ঠিকানা	ক) তারিখ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ খ) দাবি নোটিশের তারিখ গ) দখলের তারিখ
১. মেসার্স সাবিত্রী মেডিক্যাল হল ৯৪/২৭ ঘটকপাড়া, এস এন ব্যানার্জি রোড, মণিরামপুর, পোঃ- ব্যারাকপুর, ওয়ার্ড নং ২২, উত্তর ২৪ পরগনা, পিন - ৭০০১২০ ২. শ্রী দীনেশ চৌধুরী (স্বত্বাধিকারী) পিতা সত্যনারায়ণ চৌধুরী মণিরামপুর, উত্তর ব্যারাকপুর (মিউনিসিপ্যালিটি), উত্তর ২৪ পরগনা, পিন - ৭০০১২০	ক) এনপিএ-র তারিখ অনুযায়ী অ্যাকাউন্ট নং **********১১২৯-এর অধীনে বকেয়া ২২,২৬,০৩০/- টাকা খ) ০৯.০৯.২০২৬ গ) ১৮.১১.২০২৬

সিকিউরড সম্পদের বিবরণ

উত্তর ব্যারাকপুর মিউনিসিপ্যালিটির সীমার মধ্যে ওয়ার্ড নং ২২-এ এস.এন. ব্যানার্জি রোডে হোল্ডিং নং ৯৪/৩৩-এ অবস্থিত মার্বেল মেঝে যুক্ত ''ইস্টান টাওয়ার'' নামক ভবনের গ্রাউন্ড ফ্লোরে অবস্থিত কমবেশি ৪১৭ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া বিশিষ্ট বাণিজ্যিক ব্যবহারের জন্য একটি সম্পূর্ণ নির্মিত, স্বতন্ত্র এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ ইউনিট, অর্থাৎ ইউনিট নং এ-এর সাপেক্ষে সমস্ত সম্পত্তি, অধিকার, স্বত্ব, স্বার্থ ও দখল, এর সাথে টাইলেস ডিডে উল্লিখিত জমিতে অবিভক্ত আনুপাতিক স্বার্থের অংশ এবং সাধারণ সুযোগ-সুবিধা ভোগ করার অধিকার সহ। সমগ্র জমির সীমানা : উত্তরে : ১০ ফুট চওড়া ঘটকপাড়া রোড, দক্ষিণে : নিমাই চ্যাটার্জি ও এস.সি ব্যানার্জির জমি, পূর্বে : মণি সেনগুপ্ত ও বালি দাস, পশ্চিমে : ৪০ ফুট চওড়া এস.এন. ব্যানার্জি রোড। সম্পত্তিটি দীনেশ চৌধুরীর নামে রয়েছে।

তারিখ : ২০.১১.২০২৬
স্থান : কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.

''ফর্ম নং আইএনসি-২৬''
কেন্দ্রীয় সরকার, ইস্টার্ন রিজিওন সমীপে
কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩-এর ধারা ১৩-এর উপ-ধারা (৪) এবং কোম্পানিজ (ইনকর্পোরেশন) রুলস, ২০১৪-এর রুল ৩০-এর উপ-রুল (৫)-এর ক্লজ (এ)-এর বিষয়ে
এবং
বিষয়ে
পাঁচঘরা ল্যান্ডস্কেপ প্রাইভেট লিমিটেড যার নিবন্ধিত কার্যালয় ২, ভুবন মোহন রায় রোড, সখেরবাজার, কলকাতা-৭০০০০৮, পশ্চিমবঙ্গ বিষয় সম্পর্কিত
.....**আবেদনকারী**

এতদ্বারা সাধারণ জনসাধারণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, **১৬/১১/২০২৬** তারিখে অনুষ্ঠিত এক্সট্রা অর্ডিনারি জেনারেল মিটিং-এ গৃহীত স্পেশাল রেজোলিউশনের শর্তাবলী অনুসারে, কোম্পানিটিকে তার নিবন্ধিত কার্যালয় ''পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য'' থেকে ''মহারাষ্ট্র রাজ্য''-এ পরিবর্তন করতে সক্ষম করার জন্য কোম্পানির মেমোরেন্ডাম অফ অ্যাসোসিয়েশন-এর পরিবর্তনের নিশ্চিতকরণ চেয়ে কোম্পানিটি কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩-এর ধারা ১৩-এর অধীনে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদন করার প্রস্তাব করছে।

কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয়ের প্রস্তাবিত পরিবর্তনের দ্বারা যে কোনো ব্যক্তির স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তিনি এই নোটিশ প্রকাশের তারিখ থেকে চৌদ্দ দিনের মধ্যে নীচে উল্লিখিত ঠিকানায় আবেদনকারী কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয়ে একটি অনুলিপি সহ, তাঁর স্বার্থের প্রকৃতি এবং বিরোধিতার কারণগুলি উল্লেখ করে একটি হলফনামা দ্বারা সমর্থিত তাঁর আপত্তিগুলি **এমসিএ-২১ পোর্টালে (www.mca.gov.in) বিনিয়োগকারী অভিযোগ ফর্ম দাখিল করে** প্রদান করতে পারেন অথবা কর্পোরেট ভবন, ৬ষ্ঠ ফ্লোর, প্লট নং IIIF/16, AA-IIIF, রাজারহাট, নিউ টাউন, আকন্দকেশরী, কলকাতা-৭০০ ১৩৫ ঠিকানায় আঞ্চলিক পরিচালক, পূর্বাঞ্চল-এর কাছে প্রদান করতে বা প্রদান করাতে পারেন অথবা রেজিস্টার্ড ডাকযোগে পাঠাতে পারেন :
২, ভুবন মোহন রায় রোড, সখেরবাজার, কলকাতা-৭০০০০৮, পশ্চিমবঙ্গ
আবেদনকারীর পক্ষে
পাঁচঘরা ল্যান্ডস্কেপ প্রাইভেট লিমিটেড
স্বা/-
তারিখ : ১৯.১১.২০২৬ রাম নারায়ণ ওয়ালাসে
স্থান : কলকাতা ডিরেক্টর
ডিআইএন নং : ০০৯২৭৫০২

''ফর্ম নং আইএনসি-২৬''
কেন্দ্রীয় সরকার, ইস্টার্ন রিজিওন সমীপে
কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩-এর ধারা ১৩-এর উপ-ধারা (৪) এবং কোম্পানিজ (ইনকর্পোরেশন) রুলস, ২০১৪-এর রুল ৩০-এর উপ-রুল (৫)-এর ক্লজ (এ)-এর বিষয়ে
এবং
দিঘন্ত ল্যান্ডস্কেপ প্রাইভেট লিমিটেড যার নিবন্ধিত কার্যালয় ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্নার, ৫ম ফ্লোর, রুম নং ৫১২, কলকাতা-৭০০০০১, পশ্চিমবঙ্গ বিষয় সম্পর্কিত
.....**আবেদনকারী**

এতদ্বারা সাধারণ জনসাধারণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, **১৬/১১/২০২৬** তারিখে অনুষ্ঠিত এক্সট্রা অর্ডিনারি জেনারেল মিটিং-এ গৃহীত স্পেশাল রেজোলিউশনের শর্তাবলী অনুসারে, কোম্পানিটিকে তার নিবন্ধিত কার্যালয় ''পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য'' থেকে ''মহারাষ্ট্র রাজ্য''-এ পরিবর্তন করতে সক্ষম করার জন্য কোম্পানির মেমোরেন্ডাম অফ অ্যাসোসিয়েশন-এর পরিবর্তনের নিশ্চিতকরণ চেয়ে কোম্পানিটি কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩-এর ধারা ১৩-এর অধীনে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদন করার প্রস্তাব করছে।

কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয়ের প্রস্তাবিত পরিবর্তনের দ্বারা যে কোনো ব্যক্তির স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তিনি এই নোটিশ প্রকাশের তারিখ থেকে চৌদ্দ দিনের মধ্যে নীচে উল্লিখিত ঠিকানায় আবেদনকারী কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয়ে একটি অনুলিপি সহ, তাঁর **স্বার্থের প্রকৃতি এবং বিরোধিতার কারণগুলি উল্লেখ করে একটি হলফনামা দ্বারা সমর্থিত তাঁর আপত্তিগুলি এমসিএ-২১ পোর্টালে (www.mca.gov.in) বিনিয়োগকারী অভিযোগ ফর্ম দাখিল করে** প্রদান করতে পারেন অথবা কর্পোরেট ভবন, ৬ষ্ঠ ফ্লোর, প্লট নং IIIF/16, AA-IIIF, রাজারহাট, নিউ টাউন, আকন্দকেশরী, কলকাতা-৭০০ ১৩৫ ঠিকানায় আঞ্চলিক পরিচালক, পূর্বাঞ্চল-এর কাছে প্রদান করতে বা প্রদান করাতে পারেন অথবা রেজিস্টার্ড ডাকযোগে পাঠাতে পারেন :
১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্নার, ৫ম ফ্লোর, রুম নং ৫১২, কলকাতা-৭০০০০১, পশ্চিমবঙ্গ
আবেদনকারীর পক্ষে
দিঘন্ত ল্যান্ডস্কেপ প্রাইভেট লিমিটেড
স্বা/-
রাম নারায়ণ ওয়ালাসে
তারিখ : ১৯.১১.২০২৬ ডিরেক্টর
স্থান : মুম্বই ডিআইএন নং : ০০৯২৭৫০২

''ফর্ম নং আইএনসি-২৬''
কেন্দ্রীয় সরকার, ইস্টার্ন রিজিওন সমীপে
কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩-এর ধারা ১৩-এর উপ-ধারা (৪) এবং কোম্পানিজ (ইনকর্পোরেশন) রুলস, ২০১৪-এর রুল ৩০-এর উপ-রুল (৫)-এর ক্লজ (এ)-এর বিষয়ে
এবং
পাঁচঘরা লজিস্টিক্স পার্কস প্রাইভেট লিমিটেড যার নিবন্ধিত কার্যালয় ২, ভুবন মোহন রায় রোড, সখেরবাজার, কলকাতা-৭০০০০৮, পশ্চিমবঙ্গ বিষয় সম্পর্কিত
.....**আবেদনকারী**

এতদ্বারা সাধারণ জনসাধারণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, **১৬/১১/২০২৬** তারিখে অনুষ্ঠিত এক্সট্রা অর্ডিনারি জেনারেল মিটিং-এ গৃহীত স্পেশাল রেজোলিউশনের শর্তাবলী অনুসারে, কোম্পানিটিকে তার নিবন্ধিত কার্যালয় ''পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য'' থেকে ''মহারাষ্ট্র রাজ্য''-এ পরিবর্তন করতে সক্ষম করার জন্য কোম্পানির মেমোরেন্ডাম অফ অ্যাসোসিয়েশন-এর পরিবর্তনের নিশ্চিতকরণ চেয়ে কোম্পানিটি কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩-এর ধারা ১৩-এর অধীনে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদন করার প্রস্তাব করছে।

কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয়ের প্রস্তাবিত পরিবর্তনের দ্বারা যে কোনো ব্যক্তির স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তিনি এই নোটিশ প্রকাশের তারিখ থেকে চৌদ্দ দিনের মধ্যে নীচে উল্লিখিত ঠিকানায় আবেদনকারী কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয়ে একটি অনুলিপি সহ, তাঁর **স্বার্থের প্রকৃতি এবং বিরোধিতার কারণগুলি উ